দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ৯ই আশ্বিন, ১৩৯৫

26 SEP 1988

056

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী, পরীক্ষার খাতা দেখা কিংবা এ ধরনের কোন কাজের সাথে প্রাইভেট টিউটরগণ সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন না।

বিত্তবান ঘরের ছেলেমেয়েরা অধিকসংখ্যক শিক্ষক রেখে ভাল রেজাল্ট করছে। আর এদের মধ্যে অনেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী, খাতা দেখা কিংবা কোন না কোনভাবে পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন।

ভাল ছাত্রছাত্রীদের মেধা সম্পর্কে কোনরূপ সংশয় প্রকাশ না করেও বলা চলে যে, এ ধরনের গৃহশিক্ষকগণ পরীক্ষায় তাদের ভাল রেজাল্ট করার সহায়ক হিসাবে কাজ করেছেন। এটা শুধু তাদের শিক্ষাদানের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রশ্নপত্র তৈরীর সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কহেতু এবং তাদের কোচিং করা ছাত্রছাত্রীদের সাজেশন দেওয়া ও খাতা দেখার ক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন বা রাখতে পেরেছেন একথা কোনমতে বলা চলে না।

এতদিন ধরে এ ধরনের ব্যাপারটি কীভাবে চলে আসছে, এটাই আশ্চর্যজনক। বিলম্বে হলেও বিভিন্ন মহলের অভিযোগ এবং সংশয় প্রকাশের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। প্রাইভেট পড়ান এরকম জানা সত্ত্বেও এযাবৎ ওই ধরনের শিক্ষকদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী ও খাতা দেখার জন্য নিয়োজিত করা কখনই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না।

আবার একথাও ঠিক যে, এই সিদ্ধান্তটি কাজে পরিণত করা দুরূহ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে সচেতন। এ ব্যাপারে তারা একটি পদ্ধতি নিয়েছেন। তা হল প্রাইভেট পড়ান না—এই মর্মে যারা লিখিত 'ঘোষণা' দেবেন, একমাত্র তারাই পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবেন। এর সঙ্গে একটি বিষয় যুক্ত করা প্রয়োজন, তাহলো মিথ্যা ঘোষণার জন্যে শাস্তিদানের ব্যবস্থা।

শিক্ষকরা যারা খাতা দেখেন তারা প্রায়শঃ কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করেন না। ফলে ছাত্ররা গিয়ে তাদের সঙ্গে কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে যোগাযোগ করে খাতা দেখার ব্যাপারে তাদের প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও শিক্ষকদের নিকট যান। বিষয়টি নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন হয় না, লেনদেন জড়িত। তার জন্য কোন ব্যাখ্যা বা প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং শুধু প্রাইভেট পড়ান এরূপ শিক্ষকরা পরীক্ষার সঙ্গে না থাকেন এটা দেখাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষকরা যারা খাতা দেখবেন, তারা বিষয়টি যত দূর সম্ভব গোপন রাখবেন তার প্রতিও নজর রাখা দরকার। কিন্তু বস্তুগত স্বার্থের কারণে, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, অনেকে এটা মেনে চলেন না। দুর্নীতির এমন ব্যাপক প্রসার ঘটেছে যে, এ থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত রাখার কাজটি খুব সহজ নয়।

অতীতে দেখা গেছে শিক্ষক সমাজের মধ্যে একটা মৌলিক মূল্যবোধ কাজ করত। কিন্তু সামাজিক অবক্ষয় এত গভীরে পৌঁছেছে যে, পরীক্ষার হলে নকলে সাহায্য করতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের একটা অংশ জড়িত। সেখানে খাতা দেখার ক্ষেত্রে স্বার্থ উদ্ধার করার সুযোগ তারা নেবেন না, এমনটি আশা করা কি অতিরিক্ত নয়?

শুধু শিক্ষকদের প্রতি কড়া নজর রাখা কিংবা প্রাইভেট টিউটরদের পরীক্ষায় প্রশ্ন করা, পরীক্ষার খাতা দেখা থেকে নিবৃত্ত রাখাই যথেষ্ট নয়। বোর্ড অফিসের এক শ্রেণীর কর্মচারীও এর সঙ্গে জড়িত। অনেক সময় কোন্ শিক্ষক খাতা দেখছেন সে তথ্য ছাত্র বা তার অভিভাবক বোর্ড সূত্রে সংগ্রহ করে থাকেন। বেচারা নিরীহ শিক্ষক যদি অসদুপায় গ্রহণে অনিচ্ছুকও হন স্বীয় নিরাপত্তার স্বার্থে শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে সম্মত হন। এক দুষ্টচক্র নকল, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং খাতা দেখায় নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রভাবিত ও প্রলোভিত করার সঙ্গে জড়িত। সেখানে প্রাইভেট শিক্ষক নিজের আর্থিক স্বার্থ ও সুনামকে পণ্য করে মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করবেন, তা অবাঞ্ছিত হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। পার্থক্য যে, এখানে কোন ভয়ভীতি নয় নিজেদের স্বার্থেই মোটা টাকার অংকের বিনিময়ে কোচিং ব্যবসার উত্তরোত্তর চমকপ্রদ সাফল্য দেখানোর জন্য তারা এই গর্হিত পথ গ্রহণ করেন। এটা যে অন্যায়, অনৈতিক এই মানসিকতা তারা বহু পূর্বেই ত্যাগ করেছেন।

বিভিন্ন মহলের ব্যাপক সমালোচনা, সংশয় ও প্রচ্ছন্ন ক্ষোভের সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত অভিযোগের সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক --এটা উপলব্ধি করেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টির সুরাহা করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তাদের এই সিদ্ধান্ত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে উত্থাপিত অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ দূর করতে পারবে না হয়তো কিন্তু একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ সন্দেহ নেই।

কোন একক ব্যবস্থাই অন্যায় ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শতকরা একশ' ভাগ সফল হবে, এমনটি কেউ আশা করে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তটি সেই আলোকেই গ্রহণ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।